

Intro and main hook: [নগদ বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম MFS বা মোবাইল Financial Service। আর প্রথমটা তো বুঝতেই পারছেন বিকাশ। ২০১৯ সালে ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবসে অফিসিয়ালি নগদ তাদের কার্যক্রম শুরু করে। 2011 সালে বিকাশের যাত্রা শুরু হবার ৮ বছর পর নগদের যাত্রা শুরু হলেও নগদ তাদের Aggressive marketing, ডিস্কাউন্টস এবং অফার, সবচেয়ে কম রেইটে ক্যাশআউট ইত্যাদি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিয়ে প্রায় ৩০ থেকে ৪০ পার্সেন্ট মার্কেট ক্যাপচার করে নেয় যেই মার্কেটে রীতিমতো বিকাশের মনোপলি চলছিল। তাদের দেশি নগদের বেশি লাভ স্লোগানটি অনেক বেশি ভাইরাল ও জনপ্রিয় হয়ে উঠে।]

Main script with constant attention retaining hooks: [

আপনিও কি কম ক্যাশ আউট চার্জের লোভে পড়ে নগদ খুলেছিলেন?

নগদের এতো জলদি এত বেশি মার্কেট ক্যাপচার করার জাদুর কার্টি ছিল বাংলাদেশ ডাক বিভাগের নামকে ব্যবহার করা। প্রথম দিন থেকেই নগদ তারা ডাক বিভাগের ডিজিটাল সন্ধ্যা। তাদের লোগোতেও তাই লিখা “ডাক বিভাগের ডিজিটাল লেনদেন”। এতে করে মানুষ নগদকে সরকারি প্রতিষ্ঠান ভাবে শুরু করে। কিন্তু এখানে রয়েছে বড়সড় ঘাপলা। ভিডিও সামনে নগদ সরকারি নাকি বেসরকারি সেই ব্যাপারে বিস্তারিত আছে।

কিন্তু এখন চলুন দেখে নিই নগদ এই দ্রুত উত্থানের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ-

২০১৯ সালের পর নগদের উত্থান এতই দ্রুত হয় যে মাত্র চার বছরে নগদ একটি Unicorn কম্পানিতে পরিণত হয়। অর্থাৎ যে কম্পানির Valuation ১ বিলিয়ন ডলার বা তার বেশি। আর টাকার হিসাবে তা ১০ হাজার কোটি টাকা!

এর র‍্যাপিড সাকসেস এর পেছনে ৩টা বিশেষ স্ট্রাটিজি আছে।

১। ডাক বিভাগের নাম ব্যবহার করে মানুষের বিশ্বাস অর্জন

২। মার্কেটে থাকা অন্যান্য MFS সার্ভিসগুলো থেকে বেশি সুযোগ সুবিধা দেয়া এবং সাপ্লাই চেইনে ফোকাস করা

৩। চটকদ্বার এবং বাংলাদেশের ইতিহাসে বিরল কিছু মার্কেটিং ক্যাম্পেইন চালানো।

ডাক বিভাগের প্রতিষ্ঠান মনে করায় অনেক বেশি মানুষ নগদে লেনদেন করার আত্মবিশ্বাস পায়। কিন্তু মনে আছে বলেছিলাম ঘাপলা আছে? ঘাপলা তো এখনো আছে আরেকটু ধৈর্য ধরেন।

একটা Mobile Financial Service এ মূলত টাকা কাটা হয় ক্যাশ আউট বা টাকা বের করার করার সময়। মার্কেটের সবথেকে কম ক্যাশআউট চার্জ অফার করে নগদ। হাজারে ৯টাকা ৯৯ পয়সা যদিও সেটা ভ্যাট যুক্ত হয়ে ১১ টাকা ৪৯ পয়সা হয়। কিন্তু বিকাশের মনোপলি সম্রাজ্যের জন্য এটা ছিল একটা বড় সড় ধাক্কা। সেই ধাক্কা সামলাতে বিকাশকেই নত স্বীকার করতে হয়। তখন বিকাশ ক্যাশ আউটে হাজারে ২০টাকা কেটে নিত কিন্তু নগদের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য তারাও তাদের ক্যাশআউট চার্জ কমাতে বাধ্য হয়। এই ক্ষেত্রে সত্যিকার অর্থে প্রশংসার দাবিদার নগদ।

২০২৩ সালে নগদ আরেক দফা ক্যাশআউট চার্জ বাড়িয়ে ১২ টাকা ৫০ পয়সা করে প্রতি হাজারে। এই কম ক্যাশ আউট চার্জের জন্য টাকা বাচাতে প্রচুর পরিমাণে মানুষ নগদের একাউন্ট খোলা শুরু করে এবং ট্রান্সেকশন করতে থাকে।

নগদে ক্যাশ আউট যেমন কম তেমনি কম এই যুগে মানুষের Attention Span. এই অল্প স্বল্প Attention Span নিয়ে বড় বড় নিউজ পড়টাও কষ্টকর আর তাই মাত্র ৬০ থেকে ৭০ শব্দের মধ্যে সারাদিনের সব গুরুত্বপূর্ণ নিউজ পড়তে ফলে করুন “Nazar News” . নিউজের পাশপাশি বিভিন্ন বিষয়ে নজর এর ভিউস এবং এনালাইসিস। বিস্তারিত Nazar News এর ফেইসবুক পেইজে এবং লিংক দেয়া থাকবে ডেস্ক্রিপশন বক্সে।

ভিডিওতে ফেরা যাক

বাড়তি ইউজার বেইজের কথা মাথায় রেখে নগদ দুর্দান্ত কাজ করেছে তাদের সাপ্লাই চেইন ঠিক করার লক্ষ্যে। তারা গ্রাম গঞ্জ থেকে শুরু করে সবখানে এজেন্ট ও ডিস্ট্রিবিউটর নিয়োগ দিয়ে ফেলে যাতে করে মানুষ খুব সহজেই তাদের সার্ভিসগুলো এজেন্ট থেকে নিতে পারে যদিও পুরোপুরি যে সাপ্লাই চেইন ঠিক করা গেছে বলা যাবে না কিন্তু অল্প সময়ে বেশ ভালো পরিমাণে এরিয়া জুড়ে কভারেজ দিতে পেরেছে নগদ।

নগদ তাদের প্রমোশনের জন্য যে ধরনের মার্কেটিং করেছে তা বাংলাদেশের মার্কেটিং ও এডভারটাইজমেন্ট ইতিহাসে নজিরবিহীনই বলা চলে।

২টা খুবই ইন্টারেস্টিং অ্যাংগেল থেকে তারা তাদের প্রমোশন ও এড গুলো সাজিয়েছিল।

১। বিকাশকে ইন্ডাইরেক্টলি খোঁচা মেরে এড তৈরি করা

২। BMW , জমির মতো দামী দামী জিনিসপাতি দিয়ে হইচই ফেলে দেয়া

ব তে বোকা না হয়ে ন তে নগদে চলে আসুন।

নগদের এই এড তো আমরা টিভিতে কিংবা সোশ্যাল মিডিয়াতে কখনো না কখনো তো দেখেছি।

মূলত বিকাশকে এবং বিকাশের বাড়তি ক্যাশ আউট চার্জকে ব্যাংগ করে নগদ এই ধরনের এড গুলো তৈরি করে। বিকাশ কে “বিশাল ক্যাশ” নাম দিয়ে আরো অনেকগুলো এই ধরনের খোঁচামূলক এড বানিয়েছিল নগদ। (Ad gulo jabe - Nagad TVC yt te serach dilei chole ashbe shob)

বিদেশের মার্কেটিং কালচারে একটা কম্পানি আরেকটা কম্পানিকে খোঁচা মেরে এড বানানোটা বেশ কমন হলেও বাংলাদেশে এই ট্রেন্ড নগদই পপুলার করে। বেশ জিনিয়াস একটা স্ট্রাটেজি ছিল নগদের জন্য কারণ পার্লিকও গতানুগতিক বোরিং বিস্তাপনে বদলে এমন খোঁচামূলক ও ইউনিক এড আইডিয়া দেখে বেশ মজা পেয়েছিল। মানুষ নিজে থেকেই তখন তাদের এড গুলো শেয়ার দিতে শুরু করেছিল।

নগদ মার্কেটিংকে আরেক ধাপ উপরে নিয়ে যায় ঘোষণা দিয়ে যে, নগদে পেমেন্ট করলে তারা ভাগ্যবান একজনকে BMW গাড়ি দিবে। পই পই স্যার ওরফে সোলায়মান সুখনকে বসানো হয় Director of Public Affairs position এ। পইপই স্যারই মূলত এই ক্যাম্পেইনগুলো লীড দিতেন। নগদ খুবই Strategically এই ক্যাম্পেইনটাকে ডিজাইন করে। পই পই স্যারকে সাথে নিয়ে তারা BMW গাড়ি কেন থেকে শুরু করে আরো বড় বড় সেলেরেটি ও ক্রিকেটারদের ধরে এনে এই ক্যাম্পেইন চালাতে থাকে। ট্রাক ভাড়া করে সেই BMW ঢাকা শহরে প্রদর্শনী করতে থাকে। মানে একদম ব্যাপক আয়োজন। এই ধরনের আয়োজন এর আগে বাংলাদেশের মার্কেটিং জগতে কেউ করেনি। এছাড়াও ক্যাম্পেইনে বিজয়ীদের কিছু ইমোশনাল জিনিসপাতি যুক্ত হয়ে মানুষদের আরও বেশি হুক করে ফেলে নগদে। BMW গাড়ির ক্যাম্পেইন শেষ হতেই তারা ঘোষণা দেয় নগদে পেমেন্ট করলে ৩ ভাগ্যবান বিজয়ী হতে পারবেন ঢাকা শহরে একটি জমি মালিক।

স্বী হ্যা তারা তাদের মার্কেটিং এর জন্য রীতিমতো জমি কিনে তা দিয়ে দেয় ৩জনকে!

এই ধরনের ক্যাম্পেইন বাংলাদেশের ইতিহাসে আগে কখনো কেউ করেনি।

মার্কেটিং এ এই ধরনের ইউনিক ও Crazy আইডিয়া নগদকে খুব অল্প সময়ে বেশ জনপ্রিয় করে তোলে।

নগদের বিরুদ্ধে টুকটাক অসংগতির কথা বার্তা শুরু থেকেই শোনা যাচ্ছিল কিন্তু সেগুলোকে খুব ভালো ভাবেই ধামাচাপা দিতে তখন নগদ সক্ষম হলেও মূল ধরাটা খায় তারা জুলাই আন্দোলনের পর। তখন বেশ বড়সড় কিছু অসংগতি সামনে উঠে আসে এবং সেটা আর ধামাচাপার সুযোগ পায়নি বা দেয়া হয়নি নগদকে।

মূলত এখানেও ৩টা মেজর বিষয় আছে -

১। লাইসেন্স ও মালিকানা নিয়ে ধোয়াশা

২। ৬৪৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত ই-মানি ক্রিয়েট করা

৩। ১৭১১ কোটি টাকা আত্মসাত

তাহলে স্ক্যামের অংকটা কত দাড়ালো?

প্রায় ২৩০০ কোটি টাকা!

চলুন বিস্তারিত জানা ও বোঝা যাক এই ব্যাপারে।

অপেক্ষার পালা শেষ। চলুন নগদের মালিকানা নিয়ে থাকা ঘাপলাটার ব্যাপারে এবার আলোচনা করেই ফেলা যাক।

নগদ কি ডাক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠান?

প্রথম কথা হচ্ছে নগদ একটি প্রাইভেট লিমিটেড প্রতিষ্ঠান। নগদ নিজেদেরকে ডাক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠান দাবি করেছেও সেই দাবী পুরোপুরি সত্য নয় আবার যে পুরোপুরি মিথ্যা তাও না। মূলত Third Wave Technology Limited নামের একটি প্রাইভেট ফার্ম ডাক বিভাগের হয়ে Revenue sharing মডেলে নগদ পরিচালনা করেছে। যেখানে মূল রেভিনিউর ৫১% পাবে ডাক বিভাগ আর বাকি ৪৯% পাবে Third Wave Technology.

Revenue Sharing model! এখানেই রয়েছে মূল ক্যাচ!

এর মানে নগদ থেকে যেই মুনাফা হবে তার ৫১% ডাক বিভাগ নিবে কিন্তু কাগজ কলমে নগদের মালিকানা ডাক বিভাগের কাছে নেই। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে দেয়া আবেদনে বলা ছিল যে নগদের মালিক বলে ডাক বিভাগ এবং নগদে তথ্য প্রযুক্তি দিয়ে সহায়তা করবে Third Wave Technology.

এখন তো তাহলে পরিস্কার ব্যাপারটা তাই না?

Percentage এর হিসাব যেহেতু চলেই এসেছে আপনাদের জানিয়ে রাখি আমাদের ভিডিও যারা দেখছেন তার মধ্যে ৯০% মানুষই নজরকে subscribe না করেই চলে যাচ্ছে। ব্যাপারটা কিছুটা দুঃখজনক। আমাদের রিসার্চ ও এনালাইসিস ভিত্তিক ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তবে নজরকে এখনি সাবস্কাইব করে ফেলুন। এতে করে আমরা আরো ডীপ রিসার্চ ও better analysis করার মোটিভেশন পাবো!

শুরু থেকেই পলিটিক্যাল পাওয়ার ও ইনফ্লুয়েন্সকে ব্যবহার করে নগদ কোন ধরনের প্রোপার লাইসেন্স ছাড়াই নগদ পরিচালনা করে আসছিল। নগদের বোর্ডে ততকালীন যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির মেম্বার নিয়াজ মোর্শেদ এলিটের মতো পলিটিক্যালি পাওয়ারফুল লোক জন ছিল। সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করে টেম্পরারি লাইসেন্সের উপর নগদের দৈনিক ৯০০ কোটি টাকার লেনদেন হয়ে আসছিল। তারা বার বার ক্ষমতার অপব্যবহার করে সেই টেম্পরারি লাইসেন্স কেই রিনিউ করে করে এত বড় ব্যবসা পরিচালনা করে আসছিল।

এবার ৬৪৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত ই-মানি ক্রিয়েটের প্রসংগে যদি আসি, আপনি আপনার নগদ বা বিকাশ অ্যাপে মূলত আপনার টাকার বিনিময়ে একটা নাম্বার দেখতে পান। পুরো জার্নিটা আপনাকে ১০০ টাকা দিয়ে এক্সপেইন করে দিই।

ধরুন আপনার নগদে একটি একাউন্ট আছে এবং ১০০টাকা আছে। আপনি দোকানে গেলেন সেই ১০০ টাকা ক্যাশ ইন করলেন আর এজেন্ট কে ১০০টাকা দিয়ে দিলেন। এখন এজেন্ট তার একাউন্ট থেকে আপনাকে ১০০ টাকা দিয়ে দিবে।

আপনার এ্যাপে দেখাবে ১০০টাকা আছে। সেই ১০০টাকা আপনি চাইলে যেকোন পেমেন্ট বা কাজে ব্যবহার করতে পারবেন। অর্থাৎ বোঝা গেল আপনার ১০০টাকার বিনিময়ে নগদ আপনাকে ১০০ টাকা ই-মানি ক্রিয়েট করে দিয়ে দিয়েছে। সেই ১০০টাকা যেটা আপনি এজেন্ট কে দিয়েছেন এজেন্ট সেটা তার ডিসট্রিবিউটর কে দিবে এবং ডিসট্রিবিউটর সেটা নগদ কে বুঝিয়ে দিবে এবং নগদ সেটা ব্যাংকে জমা করে রাখবে। এর মানে আপনার এ্যাপে ১০০ টাকা ই-মানি দেখাচ্ছে তার মানে হলো এর বিপরীতে ১০০টাকা ব্যাংকেও আছে। স্ক্যামটা এখান থেকেই শুরু ।

নগদ কি করেছে ই-মানি ঠিকই ক্রিয়েট করেছে কিন্তু তার বিপরীতে থাকা টাকা ব্যাংক থেকে সরিয়ে নিয়েছে। আবারো সেই ১০০টাকার উদাহরণে ফিরে যাই। আপনার ক্যাশ ইন করা ১০০টাকা সব চ্যানেল পার হয়ে নগদ ব্যাংকে জমা করেছে আর আপনাকে ই-মানি বুঝিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এখন তারা করলো কি ১০০টাকা থেকে ৫০ টাকা সরিয়ে নিলো অন্য কোথাও আর বাকি ৫০ টাকা ব্যাংকে আছে। অর্থাৎ আপনার ১০০ টাকা ই-মানির বিপরীতে ব্যাংকে প্রকৃতপক্ষে আছে ৫০ টাকা । তাহলে আপনার কাছে আছে অতিরিক্ত ৫০টাকা ই-মানি যেই ই-মানির আসল টাকাটা ব্যাংকে নেই!!

ঠিক এভাবেই নগদ প্রায় ৬৪৫ কোটি টাকার অতিরিক্ত ই-মানি ক্রিয়েট করেছে বলে তদন্তে উঠে আসে যার বিপরীতে আসল টাকা ব্যাংকে নেই। অতিরিক্ত ই-মানি ক্রিয়েটে করা কিন্তু জাল টাকা ছাপানোর মতো সমান অপরাধ। তাই বাংলাদেশ ব্যাংক অতিরিক্ত ই-মানি ক্রিয়েট করার অপরাধে নগদের এক্স CEO তানভির আহমেদ মিশুক সহ ২২ জনের বিরুদ্ধে মামলা করে।

আগে অবৈধ আওয়ামী লীগ সরকার নগদকে একটা বিশেষ মনোপলি দিয়ে দিয়েছিল সরকারী সব ভাতা নগদের মাধ্যমে ট্রান্সফারের জন্য। সেই সুযোগে ৪১টি ভুয়া ডিস্ট্রিবিউটর চ্যানেলে এই ভাতার টাকা সরিয়ে নিয়ে প্রায় ১৭১১ কোটি টাকা আত্মসাতের তথ্য নিশ্চিত করে বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান গভর্নর **Dr. Ahsan H. Mansur** (Clip jabe governnor er)

জনগণের ভাতার এই বিশাল অংক খরচ করার গুঞ্জন উঠে দেশের বাইরে। অর্থাৎ এই বিপুল অর্থ দেশের বাহিরে পাচার হয়েছে বলা ধারণা করা হচ্ছে।

নজর ঢালাও ভাবে আসলে নগদে দোষারোপ করতে আসেনি। নজর বরাবরই সব বিষয়ে নিরপেক্ষতা অর্জন করে। এখন কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আর একটু Deeply চিন্তা করলে বুঝতে পারবেন প্রকৃতপক্ষে নগদের সাথেও অনেক ধরনের অন্যায় ও ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। নগদও একটা দিক থেকে বৈষম্য ও ষড়যন্ত্রের শিকার।

২০২৪ সালের ২১শে আগস্ট বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে প্রশাসক নিয়োগ দেয়া হয় নগদে। নগদের আগের বোর্ড ভেঙ্গে দেয়া হয় এবং বেশ কিছু হায়ার অফিসিয়ালকে সাসপেন্ড করে দেয়া হয় তার মধ্যে রয়েছে সিইও তানভির মিশুক ও খন্দকার মোহাম্মদ সুখন বা পই পই স্যার সোলায়মান সুখন। কিন্তু এর পর থেকেই কেমন যেন মন্তর হয়ে যায় নগদ এর কার্যক্রম। গতি কমিয়ে ফেলা হয় নগদের। দেখুন নগদ ও নগদ কর্মকর্তাদের দূর্নীতি ২টা কিন্তু দুই জিনিস। নগদকে বন্ধ করার চেষ্টা বা নগদের গতি কমিয়ে আনটা সম্পূর্ণ একটি ভুল সিদ্ধান্ত কারণ নগদ একটি সম্ভাবনাময় প্রতিষ্ঠান কম সময়ে নগদ যা করে দেখাতে পেরেছে তা দেশের ফিন টেক ইন্ডাস্ট্রির জন্য একটা মডেল হয়ে থাকবে। তাই নগদের মতো একটা কম্পানি প্লো ডাউন হওয়া মানে কিন্তু দেশের ফিন টেক ইন্ডাস্ট্রিকে পেছনে ঠেলে দেয়া। Already নগদ এর ডাউনফলের সুযোগ নিয়ে বিকাশ তাদের সেন্ড মানি চার্জ ৫ টাকা থেকে ১০০% বাড়িয়ে ১০টাকা করে ফেলেছে। বিকাশের যে মনোপলিকে নগদ ভেঙে দিয়েছিল সেই মনোপলি আবার জেগে উঠছে। নগদের সব অসংগতি অবশ্যই খুঁজে বের করে ব্যবস্থা নিতে তার মানে এই না যে কম্পানিকে বন্ধ করে সেটা করতে হবে। নগদের এক্স CEO ফেইসবুকের তার প্রোফাইলে আপলোড করা একটি ভিডিওতে বলেছেন নতুন বোর্ড আসার পর থেকে নগদের মার্কেটিং একদম বন্ধ করে দেয়া হয়। কোন টিভি এড থেকে শুরু করে সোশ্যাল মিডিয়া এড সব বন্ধ করে রাখা হয়। সেই সত্যতা নজর পেয়েছে। তাদের নতুন কোন বিজ্ঞাপন করতে দেখা যায়নি সেই সাথে মেটা এড লাইব্রেরি চেক করে দেখা গেছে নগদ পুনরায় তাদের facebook মার্কেটিং শুরু করেছে মার্চের ১০ তারিখ থেকে। আর তাদের মাত্র ১৭টা এড চলছে যেখানে বিকাশ চালাচ্ছে ৫৪০টার মতো এড এবং তাও আবার তাদের কিছু কিছু এড ২০২৪ সাল থেকে চলমান। তানভির মিশুক আরো অভিযোগ করেন যে

বিকাশের একজন বোর্ড মেম্বার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে থাকায় তাদের সাথে অবিচার করা হচ্ছে। যদিও সেই আলোচনায় আমরা যাচ্ছি না কিন্তু এখানে নগদের সাথে অন্যায্য করা হয়েছে সেটা একদম দিনের আলোর মতো পরিষ্কার।

তাহলে নগদের ভবিষ্যত কি?

আপনার মনে এখন প্রশ্ন জাগতে পারে, এই মুহূর্তে নগদের লেনদেন করা নিরাপদ কিনা?

উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ অবশ্যই নিরাপদ। নগদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এখন সরকারের হাতে। তাই আপনার টাকার গ্যারান্টি সরকার দিবে। মনে রাখবেন আমরা শুনে আসছি যে দেশের ব্যাংকিং খাতের খুব বেহাল দশা, ব্যাংকগুলো দেউলিয়া হয় হয় অবস্থা ইত্যাদিন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এই পর্যন্ত দেশের কোন ব্যাংক দেউলিয়া হয়নি। হয়নি বললেও ভুল হবে সরকার হতে দেয়নি কারণ ব্যাংক বা ধরনের নগদের মতো ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ হলে বা দেশের ইকোনমিতে খুবই বাজে প্রভাব পড়বে। আর তাই খুব সম্প্রতি দেশের ৬টি দুর্বল ব্যাংকে সাহায্য করার জন্য সরকার সাড়ে ২২ হাজার কোটি টাকা ছাপায় যাতে করে গ্রাহকরা তাদের টাকা নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকে। মানে মোট কথা হচ্ছে এই ধরনের বড় একটি ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব যখন সরকারের কাছে চলে গিয়েছে তখন আপনার আর লেনদেন নিয়ে চিন্তার কোন কারণ নেই।

Outro: [

নজর চাইবে সকল অসংগতি ও অনিয়ম কাটিয়ে উঠে নগদ যেন আবার ঘুরে দাঁড়ায় এবং স্বচ্ছতার সাথে ব্যবসা পরিচালনা করে বিকাশের মনোপলিকে আবারো চ্যালেঞ্জ করে। এই ধরনের Financial Breakdown ভিডিও আরো দেখতে চান কিনা আমাদের কমেন্ট করে জানান। Let's Repair Bangladesh Together.]]